182. Nd. 026. 4.

কলীচিত্র !

শ্রীআবেদআলী মিঞা

কর্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত

১ম সংস্করণ।

১৩০৩ সাল।

রঙ্গপুর আলমনগর লোকরঞ্জন প্রেস হইতে

এস্, এন, সরকার দ্বারা মুদ্রিত

মূল্য ৴১০ মাত্র।

IMPERIAL

182.Nd.926.4.

কলীচিত্র !

শ্রীআবেদআলী মিঞা

কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত

১ম সংস্করণ।

১৩০৩ সাল।

রঙ্গপুর আলমনগর লোকরঞ্জন প্রেস হইতে

এস্, এন, সরকার দ্বারা মুদ্রিত

মূল্য ৵১০ মাত্র।

IMPERIAL

[illegible] নং. ৭২৬.৭.

কলি-চিত্র।

হায়রে চুরুটের বয়ান,

দশের সভায় ধরে চুরুট, ছেলে মারে টান।

বসে থাকে দশের সভায়, চুরুট ছেলে চুরুট ধরায়,

পিতা মাতার শিক্ষা ছেলে মারে দশের মান।

শক্ত হয়নাই মাতার খুলী যদি কান্দে চুরুট বুলী,

পিতা মাতা হয় ব্যস্ত ছেলে জানের জান।

আদরের পুত্র আমার, এনেছি চুরুট তোমার,

কাস যক্ষা পেটটি মোটা করি চুরুট পান।

নিশায় বশিভূত হয়ে, চুরুট ধরায় শয্যায় শুয়ে,

বাহ্যে বসি দুষ্ট ছেলে করিছে ধুমপান।

যায়নাই আঁতুরের গন্ধ, ধুম পানে সে নহে মন্দ,

কিসের মান দশের সভায়, পিতার শিক্ষা দান।

পুত্র মাতার গর্ভে থাকি চুরুট চায় পিতায় ডাকি,

তবে আমার হবে জন্ম করি চুরুট পান।

শিক্ষা নিতি চলে গেছে অপমানের যুগ এসেছে,

অপমান হবে পিতা যেমন শিক্ষা দান,

আবেদ আলীর কথা ধর সুশিক্ষায় শিক্ষিত কর

শিক্ষা হলে দশের কাছে পাবে সবার মান।

আমরা কৃষক হেমেধনী ।

দেনা ক'রে কো [illegible] নিত্যি ঘরে টাকা গণি ॥

ক্ষেতে [illegible] তার জোরেতে করি বিয়ে,

কলি [illegible] ঠিক [illegible] মণি হারা হল ফণী ॥

সাত পুরুষ যার [illegible] সাইত মাপ্ত,

ছাড়েনা চিরদিন দৈন্য ছানি [illegible] টের পচা পানী ॥

পাট বেচি টাকা নিয়া

রঙ্গ তামাসায় করি বিয়া,

উপহার বর্ষার মোরা—হাওয়াই বন্দুক কত কিনি

কত রঙ্গের উপহারে

বরের মন সন্তুষ্ট করে

বাহুল্য খরচ করে ব্যায় হল কত অর্থের হানি ॥

ইংরেজী আর বাঙ্গলা পিক্চার,

লতা পাতা ব্লক পিক্চার,

বরের উল্লাস-গীতি—সুখে থাক মিয়ে রাণী ॥

ফুলপুরে বিয়ের বাসর

দেখ গিয়ে আছে আসর,

বিউটিফুল ওয়াইফ তোমার—পুড়ে তার দশীখানি ॥

গ্রামের গরীব দুঃখী যারা

সুখী নয় উপহারে তারা

[illegible] পেলে দিবে দোয়া, গ্রামের যত গরীব ধনী ॥

রামপ্রসাদী সুর।

হরি আমি তীর্থে যা'ব।

হাওয়া গাড়ী, রেল, ষ্টিমার ; টাকা দিয়ে ভাড়া নিব॥
হ'ব আমি মেলের যাত্রী যেন সদাঃ বিয়েরপাত্রী ;
গাড়ীত ব'সে করি গায়ত্রী, পিতার নামে পিণ্ড দিব॥
স্নান করি বারুণী তীর্থে ধর্ম্ম আমার হবে চিত্তে ;
গুরুমন্ত্র দীক্ষা নিয়ে জাত বাঁচিয়ে প্রসাদ খাব।

কালিকাপের গঙ্গা তীর্থে
স্নান করে সব হৃষ্ট চিত্তে ;
পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোক হয়ে পাল্কীসহ স্নান করিব॥

ওহে দীনবন্ধু হরি
হলে স্বর্গে রেলের গাড়ী
টিকিট ক'রে যাব সবে, তোমার দরশনটী পাব।

কিম্বা হত স্বর্গে সিঁড়ি
যেতাম মোরা ট্রামে চড়ি'
পাপ দেহটা নিয়ে মোরা টাকার জোরে পূজা দিব।

পূর্ব্ব পুরুষ ছিল যারা
গাড়ী রিজার্ভ করে নাই তারা,
এমনি মোরা কপাল পোড়া, দশের কাছে নাম কিনাব।

পাটের কথা শুন দেখ তোমরা সর্ব্বজন।
শুনিলে আপদ ঘুচে ভাই, পাপ বিমোচন।
বিষম রুগ্ন উত্তরবঙ্গ জঙ্গলেতে ভরা।
কারো স্বাস্থ্য ঠিক নয় আর জ্বরে পূর্ণ ঘরা॥
জল ঘাট দিয়া পাট যত মশার খানা।
রাত্রি হলে দলে দলে দেহটা করে কানা॥
করি চেষ্টা সেই কোষ্টা বাড়ীর কাছে কর।
বিষম ব্যাধি হয় তাতেরে ম্যালেরিয়া জ্বর॥
যত পাটের জাগ বাড়ীর কাছে ভরায় যত খাস।
পচা গন্ধে থাকা দায় ভাই তাইতে হয় পয়মাল।
গন্ধ পচা বাড়ে মশা কলেরা যত হয়।
শক্তি, স্বাস্থ্য অর্থনাশ আবেদআলী কয়॥
ডোবা যত নোংরা কত উঠান ভরা কাস।
নাড় জল ময়লার গন্ধে সদাই সর্ব্বনাশ॥
জ্বরের কথা কলির ব্যথা বহু শুনা যায়।
পেটের বিকল হলে তার বসে বাঙ্গে মায়॥
কুয়ার কাছে গোবর ফেলে করি বড় জেদ।
চোয়ান জল কূপে যাবে হবে তাতে ভেদ॥
পাকা ইন্দারা হলে তার ভাল থাকবে জল।
কূপ যত দেশে আছে প্রাণ করে অচল॥

পাটের টাকা প্রাণে আঁকা কি করিবে পরে।
অর সঙ্গে লোভি চাষা পাটের আবাদ করে॥
যার হাতে টাকা নাই সেও একজন চাষা।
পাটের টাকা নিবে ঘরে মনে বড় আশা॥
কোথায় মন কাঙ্গালের যে ধন না করিলে নয়।
ভাত নাই আজ চাষার ঘরে মনে হয়না ভয়॥
ধানে বাংলার সর্ব্বস্ব ধন পাটে করি মান।
বিশ আনায় ধান লাগাও আর কোসটা লাগাও আনা॥
কম করি জমি ধর দর হবে তার বেশী।
হবে তবে ঘরে টাকা যত চাষা দেশী॥
বেশী পাটা কর ভাইরে বেশী টাকার আশে।
যেমন আশা তেমন দশা দেনা পাটের চাষে॥
টাকা টাকা মজুর দিয়া নিড়ান কুলান কাম।
মাড়োয়ারীরা ঘরে বসে পাঁচ টাকা দেয় দাম॥
তিলে তারা ভাল করে কে বুঝিতে পারে।
থাকে তারা গদীত বসে পেটটা তোমার ঘাড়ে।
তোমার রক্ত নিবে তবে চিন্তা কি আর ভাই।
তারা খায় দুধ মাখন তোর পেটে ভাত নাই॥
তোমার টাকা দিয়া যত মাড়োয়ারীরা ধনী,
তোমর পাইলে ছাই ভস্ম কাইমারা নেয় পাপ॥

তাই বলি ভাই আছে সময় যদি ভাল চাও,
এক বছর বসে থাক পাটের ক্ষেতে না যাও ॥
সেই পাটা পরের সালে চল্লিশ টাকা হবে,
বল দেখি খেতাল মশায় দুঃখ কোথা রবে।
বারমাস ভাই আবাদ করি ভের মাস খাও কিনে।
বল দেখি সে সব চাষা দেশে ক-জন চেনে।
ধানের জমিতে পাট দিয়া কেহ বৃথা গিয়োচ।
টাকার থলি হাতে নিয়ে ঘরে পাকায় মোচ ॥
পাট বেচে নিবে ছেঁচে টাকাগুলি ঘরে।
কোথাকার দুষ্ট জ্বর ভাই কম্প দিয়া ধরে ॥
ভাত নাই ভাই যার ঘরে সদা প্রাণ আকুল।
সংসারেতে যা দেখ তাই তাতে সর্ব্বমূল ॥
বাড়ীর কাছে গোশালা ভাই রাখা নিষেধ করি।
হাওয়া বাতাস দুষ্ট লেগে গাভী যাবে মরি ॥
পূর্ব্বে যখন ছিল সে ধন মোদের ঘরে ভাই
ননী ছানা দুধ মাখন দিত মোদের গাই ॥
ঘরে হলে বলদ বাছুর বয়ে ক্ষেত লাঙ্গল ॥
এখন সে সব নাইক বিচার বিষম গণ্ডগোল ॥
বলদ হলে পূর্ব্বকালে লাঙ্গল বয়ে খেত।
কাঙ্গাল ভোজন ছিল তখন যেমন যত ক্ষেত ॥

সে সব বলদ বাছুর হল যে দূর পশ্চিমেতে গেছে।
পশ্চিম থেকে এনে গরুটা হাজার টাকা বেচে।
যেমন আচার তেমন বিচার খোদায় করে ভাই।
খেতে পাই না ননি ছানা জানে মালেক সাঁই

শুন কলির ছেলের গান।
হাল যোড়ে না রাগ করিয়া সকাল বিয়া চান।
বাপে যদি রাগ করে ছেলে যায় মামুলের ঘরে,
হালের কাম রইল পড়ে — মায়ের চক্ষে ডাক্‌ছে বান।
স্ত্রীর কথায় রুষ্ট হয়ে
বেটার এনে দিল বিয়ে,
বৌ পেয়ে তার নূতন শয্যায় আরামে ঘুমান।
বাপে তার মাথা কুটে
হাল ধরে য়া সকাল উঠে,
মন লাগে না হাল বইতে সদাই উচাটন।
পিতার হল সর্ব্বনাশ
দোয়ের জমি হত চাষ,
লোয়ার জমি হয় না এখন পিসি ধরে কান।

গিন্নি বলে হেথ ছাড়ি'
চল আমার বাপের বাড়ী
সেথা ব'সে থাকবো আমরা পাব কত মান ॥
বাপের ঘাড়ে লাঙ্গল দিয়ে
ছেলে গেল বৌটী নিয়ে,
দেখে শুনে অবাক হই ছেলের বাবুয়ান ॥

এত পাট দিলি কেন তুই চাষা ?
এবার পাটের চাষে দেশ ডুবালি, ওরে বুদ্ধিনাশা ॥
বল্‌তে আছি দর হবে না, শুনলি না তা কৃষক জনা,
পাট দিয়ে ধান্ হারালি, ওরে বুদ্ধিনাশা ॥
বুঝলি না তুই খুড়ার বেটা,
আবেদের কথা নয়ক ঝুটা,
খেতে হবে পাটের গোড়া ঠিক জানিস মোর ভায়া ॥
অল্প ক'রে পাট লাগাবে,
ধান দিলে ভাত ঘরে পা'বে,
আশী টাকা পাট বেচিবে, তো'রাই হতে খাসা ॥
গত সালে পেয়েছ যাহা,
এ সালে না হবে তাহা,
বত্রিশ সালের বর্ষায় জব্দ, মিটেছে তোদের আশা ॥

মনে করেছ নিব টাকা,
সে আশা তোর রবে ফাঁকা,
পঁচিশের পোয়া হ'বে তোর, ঋণে পড়বি টানা ॥
নিবি বটে টাকা ধরে,
পেটের দায়ে যা'বে ঘুরে,
হিসাব ক'রে দেখিস খাতা, যত খরচের পানা ॥
যে দিকেতে চক্ষু ফিরাই,
পাট বিনে আর কিছু নাই,
ধান দেখি না আনার জমি, পাট দিয়েছো ঠাসা ॥
কেউ বলে ধান তিন টাকা মণ,
কুড়ি টাকা পাট কিনে মহাজন,
ফসলের দর হল বেশী, বণিক্ হল ভাই খাসা ॥
পঁচিশ মারে মাড়োয়ারীর পাশা,
তোমার পাশা দশ মারে চাষা,
বুঝবি কি তুই তাদের ভাষা, জানা বহের পাশা ॥
পঁচিশ দিয়ে বউনী করে,
দশ চারিতে উদ্ধার করে,
দু' মাসে ভাই লক্ষ ধরে, কাইয়া বণিক্ হয় খাসা ॥
বৃথা পাটে বাড়ী ভরে,
নাই বিছানা থাকি স খড়ে,
তারা থাকে পালঙ্ক 'পরে, তোমার জীর্ণ বাসা ॥

মজিদ মন্দির গড়িয়া তোল।

দলাদলি সবে যাওরে ভুলিয়া ভাই ভাই ঘরের গণ্ডগোল
হিন্দু মোসলমান এক দেশে স্থান, ধর্ম্মবলে বলি দুভাই সমান
কাগজে কলমে হইলে রুষ্ট ঘরে ঘরে হবে পতনের ঢোল ॥
লড়াই করিয়া হবে কিরে হত, হিন্দু মোসলমান জীবনশূন্য কত
হাসিবে বিদেশী মরি ভারতবাসী ছাড়িতে হইবে ধরার কোল ॥
হিন্দু মুসলমান দুভায়ের ধর্ম্ম, রাখ ২ সঙ্গে চির কীর্ত্তিকর্ম্ম
আবার গড়িব মজিদ মন্দির, রবেনা কাহার গণ্ডগোল ॥
মজিদ মন্দির ভেঙ্গেছিল যারা হিন্দু মোসলমান খাঁটি নয় তারা
চণ্ডাল প্রকৃতি ডরেনা খোদায় দস্যু বলিতারা ঘোষিত ঢোল।
ক্লাইভ রোডে ভাই জুম্মা পীরের ঘরে তাহারি উপরে গুণ্ডা জুলুম করে
অপবিত্র করে পবিত্র জিনিস ধর্ম্মের মাথায় ঢালিয়া ঘোল।
ভগ্ন মজিদের মালিক কারা, হিন্দু মোসলমান দুভাইতে তারা
রাজা দামোদর পায় বড় ব্যথা, সমান-সূত্রে তাহার দোল ॥
হিন্দু মোসলমান করি অজুহাত, সেই প্রাণে দিয়াছে আঘাত
(ফের) হিন্দু মোসলমান করি অজুহাত
মজিদ মন্দির গড়িয়া তোল ॥
শিক্ষিত হিন্দু কেহ হয় নাইরে খাড়া,
করেছিল যারা অশিক্ষিত তারা
বিপদাপন্ন হইলে যবন শিক্ষিত হিন্দু তারে দিয়াছে কোল।

বঙ্গবাসী আজ রাখিল অখ্যাতি,
কলিকাতায় হল অব্যবস্থা রাতি
বাজারআদি বন্ধ যত দোকানপাঠ অন্ন অন্ন কত করিছে রোল
মুন্দকবাস আর আসেনা সহরে রাখিসেতে গেল কলিকাতা ভরে
মার খেয়ে তারা হবে কি আহত ছুর্ম্মাস খাইবে মাছের ঝোল ॥
জালিওয়ানবাগে ডায়ার কীর্ত্তি করেছিল,
বাংলার বুকে আজ কত ডায়ার হল।
ডায়ার করিয়া পাইল উপাধি বিলাতে বাজিল নামের ঢোল।
কলিকাতায় আজ শত২ ডায়ার হিন্দু মোসলমান হয়েছে তৈয়ার
চিনা নাহিবায় ছুরি আর নির্দ্দোষ ভাই২ মাথায় চালিবে ঘোল
ডেগুরার উপাধি বাংলায় ঘোষিত কেমনে হইব স্বরাজে পুশিত
একতা বন্ধন থাকিবে অটল ভাই২ প্রচার মিষ্টি বোল।
বড় বাজারের আর্য্য মহাবলি শে ভাযাত্রা ক'রে যেতেছিল চলি
মোসলমান তাহাতে হইয়া রুষ্ট বাদিয়াছে এই গণ্ডগোল।
আমরা মুসলমান বুঝিও বুঝিনা হাদিছের নীতি মানিও মানিনা
কলিতে ধর্ম্ম হইবে দলিত ইমান ধর্ম্ম ঠিক রাখিবে বোল।
আবেদ বলে সদা খোদা খোদা করি,
হাসরেতে যেন যাই খোদা তরি।
দুই কর জুরি সবারে জানাই, আমিন আমিন সদা করিবে রোল